সমকাল

তারিখ ... 15 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১-৩ ...

আজ সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস

সময়মতো ব্রেইল বই পায় না প্রতিবন্ধীরা

■ জিলফুল মুরাদ

একটি বেসরকারি সংস্থার তত্ত্বাবধানে সিরাজগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার কয়েকটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ৩৫ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পড়াশোনা করছে। বছরের শুরুতেই অন্য ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যবই পেলেও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী এসব শিক্ষার্থী এখনও তাদের ব্রেইল বই পায়নি। অন্য শিক্ষার্থীরা নতুন বই পাওয়ার আনন্দে মেতে উঠলেও প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীরা বছরের অর্ধেক সময় পরেও নতুন বইয়ের ঘ্রাণ পায়নি। এই প্রেক্ষাপটে আজ পালিত হচ্ছে বিশ্ব সাদাছড়ি দিবস।

প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করে এমন বেশ কয়েকটি সংস্থার প্রধানরা বলছেন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের অভাবে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের হাতে সময়মতো পাঠ্যবই তুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এনসিটিবি ব্রেইল বইয়ের সফট কপি সমাজসেবা অধিদপ্তরে সঠিক সময়ে দিতে না পারার কারণে বই ছাপানো সম্ভব হচ্ছে না। সাধারণ বইয়ের তুলনায় ব্রেইল বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা বেশি হয় এবং এসব বই ছাপাতেও সময় বেশি লাগে।

তবে এ বিষয়ে এনসিটিবির (পাঠ্যপুস্তক) সদস্য অধ্যাপক ড. রতন সিদ্দিকী সমকালকে বলেন, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের ব্রেইল বই তৈরির দক্ষতা, যোগ্যতা এবং সামর্থ্য কোনোটিই এনসিটিবির নেই। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সফট কপি নিয়ে নিজেরাই বই ছাপায়। এ বছর অধিদপ্তর সফট কপির জন্য এনসিটিবিতে যোগাযোগ করেনি। তিনি বলেন, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় যদি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে এনসিটিবিকে ব্রেইল বই ছাপানোর নির্দেশনা দেয় তাহলে এনসিটিবি জনবল বাড়িয়ে নির্দিষ্ট সময়ে বই ছাপাতে পারে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নুরুল কবীর সমকালকে বলেন, 'অধিদপ্তরে নতুন যোগদানের কারণে ব্রেইল বই ছাপানো দেরির সঠিক কারণ জানি না। ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৫

সময়মতো ব্রেইল

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

এ বিষয়ে খোঁজ নেওয়া হবে। তবে আগামী বছরের শুরুতেই যাতে শিশুদের হাতে ব্রেইল বই পৌঁছানো যায় সে জন্য এখন থেকেই বইয়ের চাহিদা চাওয়া হয়েছে। সে জন্য কাজও চলছে।'

ব্রেইল বই ছাপানোর দায়িত্ব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দেওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম। ফোরামের পরিচালক ডা. নাফিসুর রহমান বলেন, কোনো বছরই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিশুরা সময়মতো বই পায় না। বই মুদ্রণের দায়িত্ব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের ব্রেইল বইও যদি শুধু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছাপানো হয় তাহলে সময়মতো বই পৌঁছানো সম্ভব হবে। এ ছাড়া তিনি প্রতিবন্ধী আইন বাস্তবায়নের প্রতি জোর দেন।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংগঠন চাইল্ড সাইট ফাউন্ডেশনের (সিএসএফ) গবেষণা মতে, দেশে দুই চোখেই দেখতে পায় না এমন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। এ ছাড়াও যথাযথ লেন্স ব্যবহারের পরও দৃষ্টিতীক্ষ্ণতা কম, আংশিক দৃষ্টিহীনতা বা এক চোখে না দেখা, ক্ষীণদৃষ্টি, উভয় চোখে কম দেখা, লেন্স ব্যবহারের পরও ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন স্কুলগামী দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী আরও রয়েছে।

বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস : আজ বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস। ১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম এ দিবসটি পালন করা হয়। ১৯৭০ সাল থেকে বাংলাদেশ সারা বিশ্বের মতো ১৫ অক্টোবর দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের চলাফেরার স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে এই দিবস পালন করে। দিবসটি উপলক্ষে এ বছর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর দেশব্যাপী বিস্তারিত কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এ উপলক্ষে আজ সকাল ১০টায় আগারগাঁওয়ের প্রবীণ হিতৈষী সংঘের সামনে থেকে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের নিয়ে র‍্যালি, বেলা ১১টায় সমাজসেবা অধিদপ্তরে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হবে। এ ছাড়াও সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দিবস পালন করা হবে।